শেফালী ঘোষ মৃত্যুশয্যায়

কর্ণফুলী মিনি রিপোর্ট

ভারতীয় গানের সম্রাজ্যের লতা মুঙ্গেশকর অথবা বিংশ শতাব্দি মধ্যভাগে আরব্যসংঙ্গীত ভুবনের কালজয়ী রানী উম্মে কুলতুম এর মতো বিখ্যাত বাংলাদেশের আঞ্চলিক গানের রানী শেফালী ঘোষ এখন মৃত্যুশয্যায়। গতহপ্তায় মস্তিকে রক্তক্ষরন জনিত উপসর্গে জরুরীভিত্তিতে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জটিলতার কারনে তাঁকে কোলকাতার বিখ্যাত এ্যাপেলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আমাদের কর্ণফুলী'র কোলকাতা প্রতিনিধি নিখীল পাল থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় গতকাল পর্যন্ত তিনি জ্ঞান ফিরে পাননি। তার স্বামী শ্রী ননি গোপাল দত্ত ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শেফালী ঘোষের সূচিকিৎসার জন্যে দেশ ও জাতির কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল আই চট্টগ্রাম আঞ্চলিক গানের 'উম্মে কুলতুম' এর উপর আবেগময়ী কয়েকটি প্রামান্যচিত্র দেখিয়েছে এবং তার সকল ভক্তদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য চেয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শেফালী ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশের এককালের সিনেমা নায়িকা অঞ্জু ঘোষের ছোট বোনাই। অঞ্জু ঘোষ বেশ অনেক বছর ধরে স্থায়ীভাবে কোলকাতায় স্বপরিবারে বাস করছেন। শেফালী ঘোষের এ মুমুর্ষাবস্থায় তারাও কোলকাতায় নানাভাবে সহযোগীতা করছেন।

শেফালী ঘোষ

শেফালী ঘোষ শুধুমাত্র বৃহত্তর চট্টগ্রামেরই নয় বরং বিদ্যাদেবী স্বরস্বতীর মতো সারা বাংলাদেশের আঞ্চলিক গানের প্রতীক ও পুজনীয়। গত চার দশক ধরে তিনি চট্টলার প্রচুর আঞ্চলিক গান গেয়েছেন। তবে ভিন্নমাত্রার কিছু আধুনিক ও ছায়াছবির গানও তিনি করেছিলেন। সত্তুর ও আশির দশকের বক্স অফিস হীট করা ছায়াছবি মালেকা বানু, মধুমিতা ও বসুন্ধরাতে গেয়ে সারা বাংলাদেশে তিনি নাম করেছিলেন। বাংলাদেশের মাত্র তিনজন শিল্পী লন্ডনের বিখ্যাত রয়েল এ্যালবার্ট হলে এ যাবত একক সংগীতানুষ্ঠান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, শেফালী ঘোষ তাদের মধ্যে একজন। রয়েল এ্যালবার্ট হলের আঞ্চলিক গানের অনুষ্ঠানে শেফালী ঘোষ হাজার হাজার লন্ডনবাসী বাংলাদেশীদের মুগ্ধ করেছিলেন যা তখন বিবিসি'র টিভি চ্যানেলও দেখিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে সংগীত জগতে অবদান রাখার জন্যে তিনি পুরুস্কৃত হয়েছিলেন। তার গাওয়া বিখ্যাত গানগুলোকে লন্ডনের একটি সঙ্গীত রেকর্ডিং সংস্থা দুটি এ্যালবামের মাধ্যমে বহু আগে সংগৃহীত করেছেন, এছাড়া ১৯৯৮ সনে বাংলা একাডেমী শেফালী ঘোষের গাওয়া ৩৯৬টি গানের

চট্টগ্রামের মুসলিম হলে গান করছেন শেফালী ঘোষ

একটি বৃহৎ সংগ্রহ রেকর্ড করে বাজারজাত করেছিল। আঞ্চলিক গানের দুত হিসেবে শেফালী ঘোষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেছিলেন।

দ্বৈতকণ্ঠে আঞ্চলিক গানের আরেক প্রবাদ পুরুষ শ্রী শ্যাম সুন্দর বৈষ্নব এর সাথে শেফালী ঘোষ কয়েক যুগ ধরে গান করেছিলেন। রাজযোটকের মত রোমান্টিক গানের এই জুটিকে দম্পতী হিসেবে শ্রোতারা প্রায় ভুল করতেন। শেফালী ঘোষের স্বামী শ্রী ননী গোপাল দত্ত একজন বিখ্যাত আঞ্চলিক সঙ্গীতকার ও সুরকার। শ্যাম ও শেফালীর দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া, 'অ বানু, বানুরে, আঁই যাইয়ুম ঢাকার শহরত, তোঁয়ার লাই আইন্নুম কি - - -' সত্তুর দশকের গোড়ার দিকে দিন মজুর থেকে শুরু করে প্রায় সকল শ্রেণীর রসিক দম্পতির মুখে এ গানটি লেগেছিল। শেফালী ঘোষের একক গাওয়া বিখ্যাত কয়েকটি গান, যেমনঃ 'ওরে সাম্পানওয়ালা তুই আঁমারে করলি দিওয়ানা - - - -', 'মালকা বানুর দেশেরে, বিয়ার বাদ্য আল্লা বাজেরে - - -' 'আলগা কতা ন খোইও বারবার, ও ছোড় দেওরা ভাই, মাইনষে হুইনলে কি অইবো তোঁয়ার - - -', 'বাঁশখালী, মইশখালী, ফাল উরাইয়া দিলে সাম্পান গুর-গুরাই ছলে, ও তোরা কন কন যাবি আঁর সাম্পানে - - - -' এবং 'যদি সুন্দর একখান মুখ ফাইতাম - - -।'

স্বামী ননী গোপাল দত্ত সহ চট্টগ্রামের নন্দনকাননস্থ ঘরে বসে গানের রেওয়াজ করছেন শেফালী ঘোষ।

হাসন বা লালন এর মত লোকগীতি হিসেবে বাংলা গানের জগতে চীরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত শেফালী ঘোষের আরোগ্যলাভ ও আর্থিক সহযোগীতার জন্যে কর্ণফুলী তার সকল বাংলাদেশী পাঠকদের কাছে আবেদন করছে। তাঁর রোগমুক্তি কামনা করে কর্ণফুলী পরিবার প্রার্থনা করছে।

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট